জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

১০ম বর্ষ | ১ম সংখ্যা | মার্চ ২০২৩

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
অজিত কুমার পাল, এফসিএ, কে. এম. সামছুল আলম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল মজিদ, রুবীনা আমীন, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুল জব্বার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ কামরুল আহছান, মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
মহিউদ্দিন আহমদ, ডিজিএম
রুবেল আহমেদ, এজিএম
উষাতন চাকমা, পিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

সবাইকে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।

মার্চ এলেই বাঙালি উদ্‌বেলিত হয় স্বাধীনতার পরশে। মার্চ এলেই বাংলার প্রতিটি মানুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে ক্ষণে ক্ষণে। মার্চ যেন মুজিবময় মাস। ৭ মার্চে যার মন্ত্রপাঠে লক্ষ-কোটি বাঙালি স্বাধীনতার জন্য শত্রু-সেনার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাঁর জন্মও এ মাসে। এ কারণে ১৭ মার্চে বাংলার আপামর জনতা স্মরণ করে তাঁর আবির্ভাবক্ষণকে। দেশের ২য় বৃহত্তম রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক লিমিটেড অন্য বছরগুলোর মতো এবারও মার্চের এই মহান দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে। এছাড়া ব্যাংকটি ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছে মায়ের ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতি দেওয়া সকল শহীদকে।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া জনতা ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অব্যাহত অবদান রেখে চলেছে। গ্রাম থেকে শুরু করে শহর, বন্দর সবখানে, এমনকি দেশের বাইরেও জনতা ব্যাংকের শাখা বিস্তৃত। এসব শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটি এর সকল গ্রাহকের চাহিদা পূরণে নিরলসভাবে কাজ করছে। 'মুনাফা অর্জন' বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হলেও সরকারের ব্যাংক হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেড অনেকগুলো অলাভজনক কাজ করে থাকে। সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের আওতায় বেশ কিছু আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডেও সম্পৃক্ত রয়েছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। এসব কাজের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক দেশের সকল শ্রেণির মানুষের আস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সেবা কার্যক্রম আরও প্রসারিত হোক এমনটাই সবার প্রত্যাশা।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংক লিমিটেডে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। এ উপলক্ষ্যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও (চলতি দায়িত্বে) মোঃ কামরুল আহছান ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জনতা ব্যাংকের পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ব্যাংকের পরিচালক কে. এম. সামছুল আলম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল মজিদ, রুবীনা আমীন, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ, ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার ও মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও), সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক অজিত কুমার পাল, এফসিএ, কে. এম. সামছুল আলম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল মজিদ ও রুবীনা আমীন এবং এমডি অ্যান্ড সিইও (চলতি দায়িত্বে) মোঃ কামরুল আহছান ব্যাংকের পক্ষ থেকে ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও মোঃ রমজান বাহার, মহাব্যবস্থাপকগণ, ঊর্ধ্বতন নির্বাহী-কর্মকর্তা, কর্মচারী, বিভিন্ন অফিসার সমিতি ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে ব্যাংকের ধানমন্ডি কর্পোরেট শাখায় এমডি অ্যান্ড সিইও (চলতি দায়িত্বে)-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় পরিচালকবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে কেক কেটে জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয় এবং সবশেষে বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংকে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডে নিহতদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ কামরুল আহছান, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও), সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে নিহতদের স্মরণে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

দেশব্যাপী জনতা ব্যাংক লিমিটেডে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের আরও খবর

বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা

বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর

বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর

বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল

বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

ভাষা শহীদদের প্রতি জনতা ব্যাংকের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান, এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদসহ পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক অজিত কুমার পাল এফসিএ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী, কে. এম. সামছুল আলম, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ ও মোঃ আব্দুল মজিদ এবং ডিএমডি মোঃ কামরুল আহছান, মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এ সময় সিবিএ নেতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান বলেন, "যারা বাংলা ভাষার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেসব বীর শহীদদের জাতি আজীবন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর নানা ভাষার মানুষের সাথে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।"

এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ বলেন, "একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে আমাদের নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে।"

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের শ্রদ্ধা

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে ৩২ নম্বর ধানমন্ডিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের নেতৃত্বে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও মোঃ রমজান বাহারসহ সকল স্তরের উর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এমডি অ্যান্ড সিইও বলেন, "আজ বাঙালি জাতির এক অবিস্মরণীয় দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ কেবল এদেশে নয়, বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে এক অনন্য প্রেরণার উৎস। তিনি এ ভাষণের মাধ্যমে মুক্তিকামী বাঙালি জাতিকে মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন।"

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ডের আওতায় রপ্তানি ও উৎপাদনমুখী শিল্পখাতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মধ্যে এক অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের উপস্থিতিতে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের পরিচালক চৌধুরী লিয়াকত আলী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজী ছাইদুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক খুরশীদ আলম এবং জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

সম্প্রতি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। এ সময় ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি'র সিনেট সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় জনতা ব্যাংকের নির্বাহীকে এমডি অ্যান্ড সিইও'র অভিনন্দন

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিজিএম মীর্জা মোঃ আব্দুল বাছেত সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ অভিনন্দন জানান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক কে. এম. সামছুল আলম ও জিয়াউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৩

স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রাতিষ্ঠানিক কমিটি আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩-এর ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী ৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ এফএফ। টুর্নামেন্টে ২৪টি টিম অংশগ্রহণ করে।

খেলাটি ন্যাশনাল হ্যান্ডবল ইনডোর স্টেডিয়ামে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা এবং সিবিএ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমান।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আশরাফ উল আলম ব্যাকুল এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক লিটন মাহমুদ। খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় ক্লাব ৫৭, রানার আপ হয় আনবিটেন ১৫।

মোঃ আব্দুল জব্বার জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও

মোঃ আব্দুল জব্বার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও

মোঃ আব্দুল জব্বার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও হিসেবে সম্প্রতি জনতা ব্যাংক লিমিটেডে যোগদান করেছেন। এমডি অ্যান্ড সিইও হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের (বিকেবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তারও আগে তিনি জনতা ব্যাংকে ডিএমডি পদে কর্মরত ছিলেন।

মোঃ আব্দুল জব্বার ১৯৮৮ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ কর্মকালে তিনি জনতা ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার প্রধান, এরিয়া ও বিভাগীয় প্রধান এবং প্রধান কার্যালয়ের আরসিডি-১, আরসিডি-২, ল', এসএমই ডিপার্টমেন্ট ছাড়াও টি অ্যান্ড এফটিডি, এমসিডি, ক্রেডিট ও হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশনের প্রধান হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আব্দুল জব্বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ-এর একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড অ্যাসোসিয়েট।

মোঃ আব্দুল জব্বার পেশাগত প্রয়োজনে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে একাধিক প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আব্দুল জব্বার ১৯৬৪ সালে সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কামারালি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ আমিন উদ্দিন মোড়ল এবং মাতার নাম মিসেস তারা বানু। মোঃ আব্দুল জব্বার এক কন্যা সন্তানের জনক।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিসৌধে জনতা ব্যাংক চেয়ারম্যান ও এমডি অ্যান্ড সিইও'র শ্রদ্ধা নিবেদন

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান এবং সদ্য যোগদানকৃত এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার। তারা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখানে তারা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ মহাব্যবস্থাপকগণ ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও'র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মোঃ আব্দুল জব্বার এমডি অ্যান্ড সিইও হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে যোগদানের অব্যবহিত পরে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেখানে তিনি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে নারী ব্যাংককর্মীদের সাথে কেক কেটে দিবসটি উদ্‌যাপন করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ কামরুল আহছান, মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার ও মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও), প্রধান কার্যালয়ের জিএম মোসাম্মৎ আম্বিয়া বেগম, মেহের সুলতানা এবং মাহফুজা খাতুনসহ উর্ধ্বতন নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে এমডি অ্যান্ড সিইও তার বক্তৃতায় বলেন, "নারীদের জন্য বিশেষ সার্ভিস চালু করেছে জনতা ব্যাংক। প্রান্তিক পর্যায়ের নিম্নআয়ের নারীদের জন্য ইতোমধ্যে 'জনতা ব্যাংক নারী সঞ্চয় প্রকল্প' নামে একটি বিশেষ স্কিম চালু করেছে। আমাদের ব্যাংকে প্রতিমাসের তৃতীয় সপ্তাহ নারী গ্রাহকসেবা সপ্তাহ হিসেবে পালিত হচ্ছে। এছাড়া নারী ব্যাংকারদের জন্য বর্তমানে উন্নত কর্মপরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।"

ডিএমডি পদে পদোন্নতি ২০২২-২৩

বিশ্বজিৎ কর্মকার

বিশ্বজিৎ কমর্কার ১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে যোগদান করেন। পদোন্নতি লাভের পূর্বে তিনি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে নোয়াখালী বিভাগীয় কার্যালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

বিশ্বজিৎ কমর্কার ১৯৮৮ সালে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটির মাধ্যমে সিনিয়র অফিসার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে জনতা ব্যাংকে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ডেস্কে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাইজদী কোর্ট কর্পোরেট শাখা এবং এরিয়া প্রধান হিসেবে কক্সবাজার ও ফেনীতে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। শাখা প্রধান, এরিয়া প্রধান ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে চাকরিকালে তিনি সফলতার সাথে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়েও কর্মরত ছিলেন।

বিশ্বজিৎ কর্মকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ-এর একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড অ্যাসোসিয়েট। দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ছাড়াও তিনি মালয়েশিয়ায় পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

মোঃ রমজান বাহার

মোঃ রমজান বাহার ১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ডিএমডি হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে যোগদান করেন। এর আগে তিনি জনতা ব্যাংকের বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ ও ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ রমজান বাহার ১৯৮৯ সালে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটির মাধ্যমে সরাসরি সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংকে তার কর্মজীবন শুরু করেন। দীর্ঘ চাকরিকালে তিনি প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশন ছাড়াও শাখা, এরিয়া ও বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি জনতা ব্যাংকের আবুধাবি শাখায় সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে সফলতার সাথে ৫ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ রমজান বাহার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ-এর একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড অ্যাসোসিয়েট। পেশাগত প্রয়োজনে তিনি মালয়েশিয়া, আবুধাবি ও ভারত সফর করেন।

মোঃ রমজান বাহার কিশোরগঞ্জ শহরের মহানন্দা ভদ্র পাড়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সিরাজুল হক এবং মাতার নাম মেহেরুন নেছা। তার পিতা কিশোরগঞ্জের ৪নং মহিনন্দ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন: প্রেক্ষিত গ্রিন ব্যাংকিং

মোঃ আহসান ফারুক
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
এরিয়া অফিস, যশোর
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming) এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলতে সাধারণভাবে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বুঝায়। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এর প্রভাব সম্পর্কে কোনো বিতর্ক না থাকলেও এর কারণ সম্পর্কিত আলোচনায় সৃষ্টি হয়েছে তীব্র বিতর্কের। ভূপৃষ্ঠ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা গত কয়েক দশক ধরে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়া বর্তমানে অব্যাহত আছে। গবেষণায় দেখা যায়, বিগত ১০০ বছর বিশ্বের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি তথা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাসকে দায়ী করা হয়। আইপিসিসি (IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change)- এর তথ্যমতে, বর্তমান শতাব্দীতে বিশ্বের তাপমাত্রা ১.১ থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, লবনাক্ততা, বন্যা, রোগব্যাধির বিস্তার, কৃষি উৎপাদন হ্রাসসহ নানাবিধ আর্থসামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রিনহাউস প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ প্রেক্ষিতে একটি বাসযোগ্য সুন্দর ধরিত্রী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংক লিমিটেড এর দৈনন্দিন বেশ কিছু কাজের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

গ্রিনহাউস ইফেক্ট

বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হিসেবে দেখা হয়। শীতপ্রধান দেশসমূহে গাছপালা, শাকসবজি, ফলফুল প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য যে তাপমাত্রা প্রয়োজন সেটি স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় না। ফলে এসব দেশসমূহে বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গ্রিনহাউস বা সবুজ ঘর তৈরি করা হয়। স্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে তৈরি ঘরের মধ্যে সবুজ গাছপালা উৎপাদন করা হয় বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সূর্যের আলো গ্রিনহাউসের স্বচ্ছ কাঁচ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ভেতরের তাপমাত্রা গাছপালা বৃদ্ধির জন্য অনুকূলে রাখে। গ্রিনহাউসের ভেতরের তাপমাত্রা কাঁচ ভেদ করে বাইরে বের হতে পারে না। বিশেষভাবে নির্মিত গ্রিনহাউস দীর্ঘদিন ধরে এর ভেতরের তাপমাত্রা গাছপালা উৎপাদনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু বজায় রাখতে পারে। অর্থাৎ গ্রিনহাউসের বাইরের তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে থাকলেও এর মধ্যকার তাপমাত্রা অনুকূলে থাকে। ফলে গ্রিনহাউসের মধ্যকার গাছপালার কোনো ক্ষতি হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে এসব গাছপালার বৃদ্ধি ঘটে। গ্রিনহাউসের তাপমাত্রা ধরে রাখার প্রক্রিয়াটি বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণেই গ্রিনহাউসের সাথে মিল রেখে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করা হয়েছে গ্রিনহাউস ইফেক্ট হিসেবে। ১৮৯৬ সালে সুইডিশ রসায়নবিদ Sovante Arhenious গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়াকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেন।

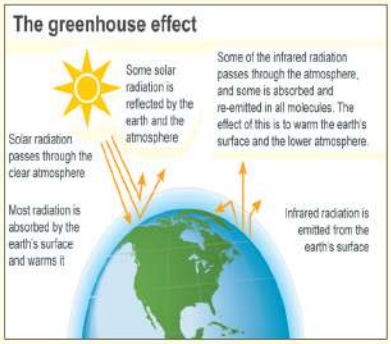

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস যেমন-নাইট্রোজন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড প্রভৃতির উপস্থিতি রয়েছে। এসব গ্যাস বিভিন্ন অনুপাতে মিশে পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাসের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে। সূর্য থেকে যে তাপমাত্রা বিকিরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আসে তার ৩০ শতাংশ তাপমাত্রা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ তাপমাত্রা ভূপৃষ্ঠে থেকে যায়। ভূপৃষ্ঠের ধারণ করা তাপমাত্রা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাস যেমন-কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ও জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। উষ্ণ বায়ু বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস এবং মেঘ ভেদ করে মহাশূন্যে পুনরায় ফিরে যেতে পারে না। ফলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। একে বলা হয় গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণসমূহ (Causes of Global Warmimg)

১. শিল্পায়ন
২. নগরায়ন
৩. বিলাস সামগ্রীর ব্যবহার
৪. জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার
৫. সমুদ্রে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপ
৬. যুদ্ধ
৭. পারমাণবিক বিস্ফোরণ
৮. বৃক্ষনিধন
৯. কৃষির আধুনিকীকরণ
১০. শিল্প বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা
১১. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত
১২. উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ
১৩. প্রাকৃতিক নিয়ম

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব সমগ্র বিশ্বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাই এটিকে অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মেরু অঞ্চলের বরফগলন, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, রোগব্যাধির বিস্তার, খাদ্য উৎপাদন হ্রাসসহ নানাবিধ বিষয় লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের অনেক বরফখণ্ড ইতোমধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গ্রীনল্যান্ড ও অ্যান্টার্কটিকার বরফগলন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আগামী ৪৫ বছরে এসব বরফখণ্ড পুরোপুরি গলে যাবে। আইপিসিসি-এর তথ্য মতে, পৃথিবীতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে হিমালয় পর্বতের ৫ ভাগের ৪ ভাগ বরফ গলে যাবে। ২১০০ সালের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের তুষার, হিমবাহ, বরফ সম্পূর্ণ গলে যাবে। এর ফলে বৃদ্ধি পাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এবং পৃথিবীর অনেক দ্বীপ ও দ্বীপরাষ্ট্র সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। প্রতিবছর বন্যার সৃষ্টি হবে। শুকনো মৌসুমে সেচের অভাবে দেখা দেবে খরা। নদীভিত্তিক শহর, বন্দর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে।

গবেষণা থেকে জানা যায়, শুধু অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বরফগলনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ০.০২ মিলিমিটার হারে বৃদ্ধি পায়। অ্যান্টার্কটিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের বরফ গলে প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ১০৮ মিলিমিটার হারে। অর্থাৎ এই হারে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে আগামী ২০৬০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মিশর, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীন, মায়ানমার, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজিসহ আরও কিছু দেশের নিম্নাঞ্চলসমূহ এবং লন্ডন, মুম্বাই, টোকিও, নিউইয়র্ক, মিয়ামী, টেক্সাস প্রভৃতি শহরের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হবে অথবা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে মহামারি আকারে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগব্যাধি দেখা দেবে। এর সাথে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং সেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন যেমন সমগ্র বিশ্বের জন্য উদ্বেগের বিষয়, তেমনি সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য এক অশনি সংকেত। গবেষকদের মতে, গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২০ সেন্টিমিটার এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ১ মিটার বাড়তে পারে। আর এ গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ২ মিটার বাড়তে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১১,৮৮৯ বর্গ কিলোমিটার সমুদ্রে নিমজ্জিত হতে পারে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার বেশ কিছু অঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরের অদূরবর্তীতে গড়ে ওঠা চর ও দ্বীপসমূহ। হুমকির মুখে পড়বে UNESCO ঘোষিত বিশ্বের ৫২২তম আন্তর্জাতিক World Heritage সুন্দরবন। ভেঙ্গে পড়বে ইকোসিস্টেম, বেড়ে যাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, সুনামি, কালবৈশাখীর তীব্রতা, বেড়ে যাবে সিডর অথবা আইলার মতো প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়।

সারণীঃ বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও জনসংখ্যার পরিমাণ (পুরাতন জেলা অনুযায়ী)

সাগরের উচ্চতা যদি বাড়ে (মিটারে)	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হবে (বর্গ কি:মি:)	মোট আয়তনের অংশ (%)
১.০	১৪,০০০	১০.০
১.৫	২২,৩২০	১৫.৫
৩.০	৩৩,৯২০	২৩.৬
৪.৫	৪৭,৬০০	৩৩.০

জেলা	শতকরা হার (%)	মোট ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বগ কি:মি:)	প্রভাবিত/ ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা
বরিশাল	৯০	৬,৬০০	৪৫ লক্ষ
পটুয়াখালী	১০০	৪,১০০	২০ লক্ষ
খুলনা	৮০	৯,৭৫০	৩০ লক্ষ
নোয়াখালী	৫০	২,৭৫০	১৫ লক্ষ
কুমিল্লা	১৫	১,০০০	০৫ লক্ষ
ফরিদপুর	১৫	১,০০০	১৫ লক্ষ

Ref: Environment & Development Bangladesh, Rahman. A. Atiq and others edited, 1994, p121 & 221.

মানুষ তার নানাবিধ কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর যেভাবে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে এবং এর ফলে বিদ্যমান অনুকূল পরিবেশ দ্রুত পরিবর্তনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিষয়টি সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে অনেককে। আইপিসিসি অবশ্য এর নেপথ্য কারণ হিসেবে দায়ী করেছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সচেতনতার অভাবকেই। গ্রিনহাউস গ্যাসের চাপ বেড়ে যাওয়ার সমস্যাটির দিকে মনোযোগ দিতে বলেছেন সবাইকে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাসমূহকে সফলভাবে মোকাবিলা করতে অন্যান্য সেক্টরের মতো ব্যাংকিং সেক্টরও বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ব্যাংকের পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্সের আলোকে জনতা ব্যাংক লিমিটেড নিজস্ব ঋণসমূহ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত রাখার নিশ্চয়তাসহ আর্থসামাজিক ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড গ্রিন ফাইন্যান্সিংয়ের আওতায় পরিবেশবান্ধব প্রকল্পে অর্থায়ন করে থাকে যা সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স-এর অংশ। এই প্রকল্পে বিভিন্ন মেয়াদে ও বিভিন্ন সুবিধায় গ্রাহকদের সৌর প্যানেল, বায়োগ্যাস প্লান্ট, বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট (ইটিপি), ইট ভাটায় কার্বন নির্গমন হ্রাসের উদ্দেশ্যে সমমানের প্রযুক্তিসম্পন্ন প্লান্ট স্থাপন, সোলার ইরিগেশন পাম্পিং সিস্টেম, বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগ, জৈব সার উৎপাদন ঋণ এবং কেঁচো সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাংক অর্থায়ন করে আসছে। জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির অংশ হিসেবে দেশকে সবুজায়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান অব্যাহত রেখেছে যা পরিবেশ এবং প্রতিবেশ বিপর্যয় রোধে অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

গ্রন্থ সহায়িকা:

০১. Ali.A.1999. Climate Change Impacts and Adaption Assessment in Bangladesh, Climate Research, vol.12. pp.109-116.

০২. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- মোঃ আরিফুর রহমান (২০১৮-২০১৯)।

০৩. Wikipedia, সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রিকা ও ম্যাগাজিন।

শীতার্তদের মাঝে জনতা ব্যাংকের কম্বল বিতরণ

শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে জনতা ব্যাংক স্বাধীনতা অফিসার পরিষদ। ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয় চত্বরে ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযাদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুঃস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ও মোঃ রমজান বাহার এবং প্রধান কার্যালয়ের জিএম মোঃ আনোয়ার হুসাইন। জনতা ব্যাংক স্বাধীনতা অফিসার পরিষদের সভাপতি মোঃ শাহীন উদ্দিন সেরনিয়াবাতের সভাপতিত্বে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইয়াছিন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। এ সময় জনতা ব্যাংক সিবিএ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনিছুর রহমানসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, নালঘর বাজার শাখা, কুমিল্লায় ১৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন আইসিটি ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-দক্ষিণের এজিএম (ইনচার্জ) ফারুক উদ্দিন আহমদ।

জনতা ব্যাংকে ই-জিপি (e-GP)

মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামান চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার-ইঞ্জিনিয়ার (মেকানিক্যাল)
এস্টেট ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় e-GP (Electronic Government Procurement) Web Portal এর মাধ্যমে জনতা ব্যাংক লিমিটেড ২০২১ সাল থেকে টেন্ডার আহ্বান প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ই-জিপিতে ই-টেন্ডারিং চালু হওয়ার মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পাশাপাশি আর্থিক উপযোগিতা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অর্থের অর্থমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একক জাতীয় ক্রয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকের ক্রয়ের ক্ষেত্রে সুশাসন আনয়ন নিশ্চিত হয়েছে।

ই-জিপি কি

ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিভিন্ন সরকারি ক্রয়কারী সংস্থা (পিএ) এবং ক্রয়কারী (পিই) সমূহের ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য একটি অনলাইন প্লাটফর্ম বা পোর্টাল (https://eprocure.gov.bd)। এটি একমাত্র ওয়েব পোর্টাল যেখান থেকে ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরাপদ ওয়েব ড্যাসবোর্ডের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে। যেমন- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন করা, দরপত্র আহবান করা, কোটেশনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন, দরপত্র তৈরি, জমা, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, চুক্তি সম্পাদন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক লেনদেন, ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রধান প্রধান নির্দেশিকার (Key indicators) মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও সংশোধন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) কর্তৃক উদ্ভাবিত, গৃহীত ও পরিচালিত।

ই-জিপি কার্যক্রমের আইনী ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ক্রয় আইন ২০০৬-এর ৬৫ নং ধারা অনুযায়ী ই-জিপি নীতিমালা অনুমোদন করেছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬-এর ধারা-৬৭ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮-এর বিধি-১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারিকৃত 'ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) নির্দেশমালা' মেনে সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোনো পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

ই-জিপি সিস্টেমের অংশীদার বা অংশগ্রহণকারী

প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত অংশীদার/অংশগ্রহণকারীগণ ই-জিপি সিস্টেমের ড্যাসবোর্ডের মাধ্যমে নিরাপদে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করতে পারবেন:

- দরদাতা/ঠিকাদার/আবেদনকারী/পরামর্শক
- ক্রয়কারী সংস্থা/ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান
- আর্থিক সেবা প্রদানকারী (তফসিলি ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানকারী)
- উন্নয়ন সহযোগী
- ই-জিপি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (সিপিটিইউ এবং ক্রয়কারী প্রশাসন) এবং নিরীক্ষক
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহযোগী
- বিভিন্ন কমিটি (উন্মুক্তকরণ/মূল্যায়ন কমিটি ইত্যাদি)
- অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
- সরকারি ক্রয় সম্পর্কিত তথ্যের জন্য জনসাধারণ
- আপডেট, ঘোষণা সংবাদ, ইত্যাদির জন্য গণমাধ্যমসমূহ

ই-জিপি সিস্টেমে আর্থিক লেনদেন সম্পাদন ও দরপত্রের নিরাপত্তা

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত তফসিলি ব্যাংকসমূহ/আর্থিক প্রতিষ্ঠান ই-জিপি সিস্টেমের ফি গ্রহণের জন্য অনুমতি পায় এবং ই-জিপি সিস্টেমে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। ই-জিপি সিস্টেমের মাধ্যমে দরদাতাদের প্রেরিত দরপত্র ই-জিপি ডাটাবেইজে ইনক্রিপটেড ফরমেটে (নিরাপত্তা মোড়কে আবৃত অবস্থায়) থাকে। দরপত্র জমাদানের শেষ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরই কেবল দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি ডাটাবেইজে নিরাপদে রক্ষিত অবস্থায় থাকা এসব দরপত্রে প্রবেশ করতে পারে এবং দরপত্র দাতাদের সম্পর্কে জানতে পারে। দরপত্র উন্মুক্তকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য/ক্রয়কারী সংস্থা/ই-জিপি প্রশাসক বা দরদাতা নিজে বা অন্যান্য ব্যবহারকারী/অংশগ্রহণকারীগণ দরদাতার পরিচয় বা জমাকৃত দরপত্রের ভেতরে কি আছে কোনোভাবেই তা জানতে পারে না।

ই-জিপি সিস্টেমে ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি

নগদ/পে-অর্ডার/অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কিংবা দরদাতা ব্যাংকে গিয়ে ফি প্রদান করতে পারে। ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেনের পর ব্যাংক ই-জিপি সিস্টেমে তা হালনাগাদ করে। সরকার কর্তৃক প্রথম নিবন্ধনের জন্য ৫০০০/- টাকা ও নবায়নের জন্য ২০০০/- টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ই-জিপি সিস্টেমে দরদাতা/ক্রয়কারী এর নিবন্ধনের নিয়মাবলী ও আবেদন ছক ওয়েবসাইটে (www.cptu.gov.bd) আপলোড করা রয়েছে। দরদাতার প্রদানকৃত ফি, ব্যাংক কর্তৃক ই-জিপি সিস্টেমে হালনাগাদ করার পরই কেবল দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্র দলিল ডাউনলোড করার জন্য সংশ্লিষ্ট লিংক সক্রিয় হয় অর্থাৎ দরপত্র দলিল ডাউনলোড করা যায়।

ই-জিপি পেমেন্ট নেটওয়ার্কে ব্যাংকের মাধ্যমে নগদ/ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার/ব্যাংক অ্যাডভাইস বা ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে দরদাতার দরপত্র জামানত এবং কার্য সম্পাদন জামানত তৈরি করে। পরবর্তীতে ব্যাংক ই-জিপি সিস্টেমে আর্থিক লেনদেন হালনাগাদ করে।

ই-স্বাক্ষর তৈরি এবং দরপত্র দলিলে ব্যবহার

সাধারণ ওয়েব ভিজিটর ব্যতীত সকল প্রকার ব্যবহারকারী তাদের নিজ নিজ ই-মেইল আইডি 'ইউজার আইডি' হিসেবে ব্যবহার করবে এবং গোপনীয় পাসওয়ার্ড দেবে। ই-জিপি সিস্টেমে দরপত্র আপলোড বা ডাউনলোড করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডকুমেন্ট হ্যাস ভ্যালু দ্বারা ইনক্রিপটেড থাকে অর্থাৎ স্বাক্ষরিত হয়ে যায় যা ব্যবহারকারীর স্বাক্ষর হিসেবেই গণ্য হয়।

ই-জিপি সিস্টেমে প্রাক-দরপত্র সভা পরিচালনা

দরপত্রদাতা দরপত্র সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর/ব্যাখ্যা প্রাক-দরপত্র সভার আগে বা সভাকালীন ই-জিপি সিস্টেমের ড্যাসবোর্ডের অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারে। প্রাক-দরপত্র সভা অনলাইনে পরিচালিত হয় এবং দরদাতাদের প্রশ্নের ব্যাখ্যা/উত্তর ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হয়।

যারা সংশ্লিষ্ট দরপত্র দলিল ক্রয় করে, তারাই কেবল ড্যাসবোর্ডের বাক্সের মধ্যে উত্তর পায়। যে সকল দরদাতা ইলেকট্রনিক দরপত্র মিটিং-এ অংশগ্রহণ করে, তাদের নাম ই-জিপি সিস্টেম বা ক্রয়কারী কর্তৃক অন্য কারো সাথে প্রকাশ করা হয় না।

দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক জমাকৃত ই-দরপত্র উন্মুক্তকরণ

দরপত্র জমা দেয়ার শেষ মুহূর্ত পার হওয়ার পরেই কেবল কোনো দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটির সদস্য ই-জিপি সিস্টেমে লগ-ইন করতে পারে। উন্মুক্তকরণের পর ই-জিপি সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত টেবুলার ফরমেটে 'উন্মুক্তকরণ সিট' তৈরি করে দেয়, যেখানে দরপত্র দাতাদের নাম, বিস্তারিত যোগাযোগ ঠিকানা, উদ্ধৃত মূল্য, মুদ্রার নাম, দরপত্র জমা দেওয়ার পর উঠিয়ে নেয়া কিংবা পরিবর্তন বা সংশোধন সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। অংশগ্রহণকারী দরদাতাকে দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় ব্যক্তিগতভাবে বা অনলাইনে উপস্থিত থাকতে হয়। দরপত্র উন্মুক্তকরণের সময় যদি কোনো দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে লগ-ইন করেন, তাহলে দরদাতার লগ-ইন তথ্যই দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি সভায় তার উপস্থিতি হিসেবে গণ্য হয়।

ই-জিপি সিস্টেমে অনলাইনে জমাকৃত দরপত্র মূল্যায়ন

ক্রয়কারী কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়েই কেবল মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ ই-জিপি সিস্টেম ও দরপত্রে প্রবেশ করতে পারে। ই-জিপি সিস্টেম দরদাতাদের উদ্ধৃত মূল্য ও মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত নির্ণায়কের ওপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তুলনামূলক ছক তৈরি করে দেয়। মূল্যায়ন কমিটি সকল তথ্য, তুলনামূলক ছকসহ তাদের মতামত ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে এবং অনলাইনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে এ প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করে।

ই-জিপি ট্রেনিং

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Central Procurement Technical Unit (CPTU) e-GP ও পাবলিক প্রকিউরমেন্টের ওপর বিভিন্ন ধরনের Training দিয়ে থাকে। ই-জিপি সংশ্লিষ্ট দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির অংশ হিসেবে হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট-এর মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (এইচআরডিডি)-এর তত্ত্বাবধানে এই পর্যন্ত e-GP সংক্রান্ত অত্র ব্যাংকের ১২৩জন কর্মকর্তা পিই ইউজার মডিউল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ১০৯জন কর্মকর্তা রেজিস্টার্ড ব্যাংক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ৬জন কর্মকর্তা অরগানাইজেশন অ্যাডমিন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ৩২জন নির্বাহী Policy Level Training গ্রহণ করেছেন। ই-জিপি সংশ্লিষ্ট আরও বিভিন্ন ধরনের Training অব্যাহত রয়েছে। পিই ইউজার মডিউল প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে e-GP সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়।

জনতা ব্যাংকে ই-জিপি এর ব্যবহার ও ফি আদায়

বর্তমানে জনতা ব্যাংকের ১৫৪টি শাখা e-GP এর পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সেবার ফি জমা নেওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত (২৩/১০/২০২২ পর্যন্ত) হয়েছে। ভবিষ্যতে তালিকাভুক্তির সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এই ফি জমা নেওয়ার ফলে ব্যাংকের আয়ের একটি উৎস তৈরি হয়েছে। জনতা ব্যাংকের নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৫৩৫/১৪, তারিখঃ ২২.০৫.২০১৪ এবং নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১০০৪/২০, তারিখঃ ১৩.১২.২০২০-এ বিভিন্ন ধরনের ফি নেওয়ার হার ও এ সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/কার্যালয়কে প্রধান কার্যালয়ের এস্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং আইসিটিডি-অপারেশন এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তা ছাড়া, ব্যাংকের যে সকল শাখায় ই-জিপি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের ফি নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, সে সকল শাখাসমূহকে আইসিটিডি-সিস্টেম এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। উল্লেখ্য, ই-জিপির ব্যবহার ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ভিডিও টিউটোরিয়াল vt.eprocure.gov.bd ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

প্রশিক্ষণ

জনতা ব্যাংক কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ ২২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকায় কর্মকর্তাদের ৩০ কর্মদিবস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের (ব্যাচ-০২/২০২৩) উদ্বোধন করেন। কোর্সটিতে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার ডিজিএম (স্টাফ কলেজ ইনচার্জ) আহমাদ মুখলেসুর রহমান এবং অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড ফিন্যান্স' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

১২ মার্চ ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ১৫ কর্মদিবস ব্যাপী 'ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ইন্টারনাল ট্রেড ফিন্যান্স' (ব্যাচ নং-০১/২০২৩) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। কোর্সটিতে জনতা ব্যাংকের মোট ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার ডিজিএম (স্টাফ কলেজ ইনচার্জ) আহমাদ মুখলেসুর রহমানসহ অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সময় এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের

শিল্পবিপ্লবের ইতিকাহিনি (পর্ব-২)

৪টি শিল্পবিপ্লবের মধ্যে ২য় শিল্পবিপ্লব ছিল মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সময়।

২য় শিল্পবিপ্লবের শুরুটা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষের দিকে। মূলত এই বিপ্লবকে বলা হতো প্রযুক্তির বিপ্লব। বিদ্যুৎকে প্রধান আবিষ্কার হিসেবে গণ্য করা হলেও এই শিল্পবিপ্লবের সময়কালে নতুন প্রযুক্তির অনেকগুলো উদ্ভাবন ছিল চোখে পড়ার মতো যা উৎপাদন ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন সাধন করেছিল। এই শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল।

বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর থেকে শুরু করে ১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত ব্যাপকভাবে বৈদ্যুতিক প্রযুক্তির প্রসার ঘটে। বিদ্যুতের ব্যবহার বেতার ও টেলিফোনের মতো নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির দিকে ধাবিত হয়। ২য় শিল্পবিপ্লবের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলোর মধ্যে টেলিফোন, অটোমোবাইল, রেডিও, বিমান, টাইপরাইটার, ক্যামেরা, অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন, প্লাস্টিক, অ্যাসপিরিন ছিল অন্যতম।

২য় শিল্পবিপ্লব বিভিন্নভাবে মানুষের জীবনযাপনের ধরন ও কাজ করার পদ্ধতি দ্রুত পরিবর্তন করে। অটোমোবাইল ও বিমান উদ্ভাবনের ফলে পরিবহন সেক্টরে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয় যা দূর-দূরান্ত ও দ্রুত ভ্রমণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এর পাশাপাশি চলাচল ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থায় রেলপথ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এর ফলে বৈশ্বিক পরিবহন ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়।

২য় শিল্পবিপ্লবের সময়কালে অর্থাৎ বিশ শতকের গোড়ার দিকে তেলের খনি আবিষ্কারের ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে তেলশিল্প একটি প্রধান শক্তিরূপে দৃশ্যমান হয়।

২য় শিল্পবিপ্লবের আর্থসামাজিক প্রভাব: ২য় শিল্পবিপ্লবের সময়ে কৃষি প্রযুক্তিরও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ও কীটনাশক আবিষ্কারের ফলে কৃষিতেও বিপ্লব সাধিত হয়। অন্যদিকে, একই সময়ে প্লাস্টিক ও সিনথেটিক রঞ্জকের মতো নতুন উপকরণ আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা ও ওষুধ শিল্পের পথ প্রশস্ত হয়। এর ফলে গুটিবসন্ত, পোলিও'র মতো মারাত্মক রোগের ভ্যাকসিন তৈরি সহজতর হয়।

অন্যদিকে, ২য় শিল্পবিপ্লবের কল্যাণে বিভিন্ন কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া-বর্জ্য থেকে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দুষিত হয়। অনেক কারখানায় বাজে পরিবেশে নামমাত্র বেতনে চাকরির পরিবেশ তৈরি হয় এবং শিশুশ্রমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বেশি কারখানা, বেশি পণ্য উৎপাদন হওয়ার কারণে মানুষ ভোগবাদী হয়ে উঠে। তারা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তা ছাড়া অতিরিক্ত নগরায়ন ও দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে অধিকাংশ মানুষ স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। ২য় শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে ধনী-গরীবের মধ্যে বৈষম্য প্রকট রূপ ধারণ করে।

২য় শিল্পবিপ্লবের অন্যতম চ্যালেঞ্জ: ২য় শিল্পবিপ্লবের প্রধানতম চ্যালেঞ্জ ছিল ১ম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটন। এই শিল্পবিপ্লবের বদৌলতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু আবিষ্কারের ফলে প্রযুক্তিনির্ভর নতুন যত প্রোডাক্ট বাজারজাত হয়, বিশ্বযুদ্ধে মন্দার কারণে সেসবের চাহিদা রাতারাতি কমেও যায়। আর এ কারণে বিনিয়োগকারীরা নতুন প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। উল্লেখ্য, ২য় শিল্পবিপ্লবের মোটামুটি শেষ সময়কালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড ইনোভেশন টিম কর্তৃক সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ Sonali e-Wallet পরিদর্শন

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেড ইনোভেশন টিম কর্তৃক ২০ মার্চ ২০২৩ তারিখে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগ Sonali e-Wallet সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। Sonali e-Wallet মানে মোবাইল ব্যাংকিং ও সাধারণ ব্যাংকিং সুবিধা যেখানে ওয়ালেট টু ওয়ালেট লেনদেন, ব্যালেন্স ট্রান্সফার, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ও মোবাইল রিচার্জসহ যাবতীয় সুবিধা এক অ্যাপেই রয়েছে। এই অ্যাপ দিয়ে সোনালী ব্যাংক থেকে কার্ড এবং চেক বই ছাড়াও নগদ টাকা উত্তোলন করা যায়।

জনতা ব্যাংকের পরিদর্শনকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক ও ইনোভেশন অফিসার (আইও) মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার। এছাড়া কমিটির সকল সদস্য পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের আইটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ জহিরুল ইসলাম-এর নির্দেশনায় Sonali e-Wallet ডেভলপমেন্ট টিম উদ্যোগটির সফল বাস্তবায়নের বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করে। Sonali e-Wallet-এর প্রতিটি ফিচার সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়ে জনতা ব্যাংক ইনোভেশন টিমের সকল সদস্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

জনতা ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

e-CIB Inquiry System: সিআইবি ইনকোয়ারি কার্যক্রম সহজিকরণ ও ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে e-CIB Inquiry System উন্নয়ন করা হয় যা ব্যাংকের ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি সিআইবি রিপোর্ট অনেক কম সময়ে (২৪ ঘণ্টার মধ্যে) শাখায় বসেই পাওয়া যায়।

JB Web Based Passport Endorsement System: এই উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে অত্র ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত TM_XML_Developer_Guide অনুসরণ করে একটি সহজ ওয়েব বেইজড সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে সফটওয়্যারটি থেকে Auto Generated XML. format Data বাংলাদেশ ব্যাংকের Online TM Form Monitoring System-এ কম সময়ে অধিক তথ্য আপলোড করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের ভুলভ্রান্তির সংখ্যা কম হয়।

e-Clearance: এই উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে অবসরোত্তর ছুটিতে গমনকারী এমপ্লয়িদের অবসরোত্তর ছুটি, ছুটি নগদায়ন এবং চূড়ান্ত দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি স্বল্প সময়ে করা সম্ভব হয়।

eJanata: Finacial Ecosystem-এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন eJanata সম্প্রতি চালু করা হয়েছে যার ফলে ঘরে বসেই ২৪/৭ ব্যাংকিং পরিষেবাসমূহ গ্রহণ করা যায়।

মেধাবী মুখ

এইচএসসি ২০২২-এ সকল বিষয়ে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন) পেল যারা

তথ্যাদি	ছবি
নাম - আশরিন সুলতানা সারাহ পিতা - মোঃ আবদুল আলীম খান ডিজিএম এরিয়া অফিস, বগুড়া মাতা - আমিনা সুলতানা কলেজ - ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - শুভম সঞ্চয় পিতা - মোঃ রওশন আলম ডিজিএম এরিয়া অফিস, চাঁদপুর মাতা - নাসিমা খাতুন কলেজ - বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, বরিশাল	
নাম - মাহী রিয়াজ পিতা - মোঃ রিয়াজ হোসেন ফেরদৌস ডিজিএম নবাব আব্দুল গণি রোড কর্পোঃ শাখা, ঢাকা মাতা - মমতাজ বেগম কলেজ - বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা	
নাম - কনিতাহ্ জামান পিতা - মোঃ আশরাফুজ্জামান এজিএম এরিয়া অফিস, ঝিনাইদহ মাতা - আসমাউল হোসনা কলেজ - যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর	
নাম - মেজবা-উল-হক দীপ মাতা - ইসমত আরা এসপিও গুলশান সার্কেল-১ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা পিতা - মোহাম্মদ অলিউল হক কলেজ - নটরডেম কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ তাহমিদুর রহমান খান পিতা - মোঃ মাহফুজুর রহমান খান, এসপিও অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট- জেনারেল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - মহসীনা আক্তার কলেজ - নটরডেম কলেজ, ঢাকা	
নাম - শামস্ ফিদা আবীর পিতা - খোন্দকার শামছুল হুদা পিও কাওরান বাজার কর্পোরেট শাখা, ঢাকা মাতা - ফারজানা ফেরদৌস কলেজ - রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা	
নাম - এ.এস.এম সাদমান সাকীব পিতা - মোঃ ছাইদুল ইসলাম প্রাং পিও এরিয়া অফিস, রাজশাহী মাতা - লায়লা-ই-ফেরদাউস কলেজ - নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী	
নাম - মোসাঃ রেজিয়া পারভীন সুমনা পিতা - মোঃ রফিকুল ইসলাম এসও আলম নগর শাখা, রংপুর মাতা - মোছাঃ সুফিয়া খাতুন কলেজ - পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - আজরা মাইশা মুমু পিতা - মোহাঃ হেলাল উদ্দিন ডিজিএম আরসিডি-২, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - রওশন আরা খাতুন কলেজ - ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - জুয়াইরিয়া জাহিন মাতা - বিলকিস সুলতানা ডিজিএম ল' ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পিতা - মোঃ আব্দুস সালাম কলেজ - বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ আহনাফ শাহরিয়ার মাহি পিতা - মোঃ আবুল কাশেম এজিএম মানিকগঞ্জ কর্পোরেট শাখা মাতা - নাসরিন বেগম কলেজ - নটরডেম কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ সাদমান আদিব পিতা - মোঃ মোস্তফা কামাল এজিএম রিকভারী-১, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - মোছাঃ শাহানা আরিফা খানম কলেজ - ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা	
নাম - শাহ সাদমীম কবির পিতা - শাহ আবু রোমান মোঃ মাহমুদুল কবির, এসপিও অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট- জেনারেল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - নাসরিন আক্তার কলেজ - সরকারি বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা	
নাম - সামী মাহবুব পিতা - শেখ মোঃ মাহবুব-উল আলম, এসপিও অডিট অ্যান্ড ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট- জেনারেল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - শিউলী পারভীন কলেজ - ঢাকা কলেজ, ঢাকা	
নাম - তাহমিনা ইরা মাতা - মোসাঃ সেলিনা আক্তার বানু পিও, এরিয়া অফিস, কুষ্টিয়া পিতা - মোঃ মিজানুর রহমান এজিএম (অবঃ), জনতা ব্যাংক লিঃ কলেজ - কুষ্টিয়া সরকারি সেন্ট্রাল কলেজ, কুষ্টিয়া	
নাম - সানজিদা সুমাইয়া মাতা - মোছাঃ বছিরাতুন নাহার, এসও মনিটরিং ডিপার্টমেন্ট- জেনারেল প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পিতা - মোঃ আহছান হাবীব কলেজ - ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - ইফরিত নাওয়ার পিতা - মোঃ শাহজাহান হারুন, এসও চাঁদপুর কো-অপারেটিভ শাখা, চাঁদপুর মাতা - মোসাঃ শাহীন সালমা কলেজ - ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, চাঁদপুর	

মেধাবী মুখ

এসএসসি ২০২২-এ সকল বিষয়ে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন) পেল যারা

তথ্যাদি	ছবি
নাম - নুশরাত ইসলাম মজুমদার পিতা - মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার জিএম আইসিটি ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - ফাতেমা আক্তার স্কুল - মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	
নাম - রেহনুমা আলম পিতা - মোঃ খোরশেদ আলম ডিজিএম কাওরান বাজার কর্পোরেট শাখা, ঢাকা মাতা - সায়বা করিম স্কুল - ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ ফাহিম শাহরিয়ার পিতা - মোঃ আব্দুল হালিম এজিএম এরিয়া অফিস, নাটোর মাতা - মোছাঃ জাকিয়া সুলতানা জলি স্কুল - নাটোর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর	
নাম - জারিফাহ্ নুযহাত পিতা - মোঃ জহিরুল হক ভূঁঞা এজিএম ল'ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - আনিছা সুলতানা স্কুল - ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ ফারহান শাহরিয়ার ফারাবী পিতা - মোঃ আবুল কাশেম এজিএম মানিকগঞ্জ কর্পোরেট শাখা মাতা - নাসরিন বেগম স্কুল - বিরুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সাভার	
নাম - মোঃ মুহাইমিনুল হক মাহি পিতা - মোঃ মোজাম্মেল হক এজিএম এরিয়া অফিস, নওগাঁ মাতা - জোবাইদা খানম স্কুল - শিরইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী	
নাম - ফাবিহা বুশরা মাতা - মাহবুব আরা, এসপিও সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পিতা - মীর মোস্তাফিজুর রহমান স্কুল - নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	
নাম - জিনিয়া হাসান পিতা - মোঃ জিয়াউল হাসান, পিও কেডিএ এভিনিউ শাখা, খুলনা মাতা - কামরুন্নাহার স্কুল - সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা	
নাম - রুদ্র দাস পিতা - দুলাল চন্দ্র রবি দাস পিও লোকাল অফিস, ঢাকা মাতা - রূপালী বালা দাস স্কুল - হাসনাবাদ কামুচাঁদ শাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - মোসাঃ নোশিন তাবাস্সুম করবী পিতা - মোঃ সোলায়মান ডিজিএম বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী মাতা - মোসাঃ অহিদা খাতুন স্কুল - রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ	
নাম - আহনাফ তওসীফ উদ্দিন সাদীদ পিতা - জি.এম. নাসির উদ্দিন এজিএম লোকাল অফিস, ঢাকা মাতা - সালমা সুলতানা স্কুল - ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ	
নাম - মোহাম্মদ জুহায়ের ইসলাম পিতা - মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, এজিএম ফরেন ট্রেড মনিটরিং ডিপার্টমেন্ট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - জেবুন নাহার স্কুল - ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা	
নাম - নানজীবা নুজহাত পিতা - মোঃ ছানাউল হক এজিএম এরিয়া অফিস, গাইবান্ধা মাতা - মোছাঃ আলিয়া সুলতানা স্কুল - বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া	
নাম - শাফিকা শাইয়িন নূরী মাতা - ফেরদৌসী বেগম এজিএম হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল কর্পোঃ শাখা, ঢাকা পিতা - শরীফ উদ্দিন নূরী স্কুল - মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	
নাম - নাবিহা তাহসিন লামিয়া পিতা - মোঃ তৌফিক উদ্দিন আন নোমান, এসপিও বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা মাতা - উম্মে হালিমা স্কুল - নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা	
নাম - ঐশী ঘোষ পিতা - রাধাকান্ত ঘোষ এসপিও আগরদাঁড়ী শাখা, সাতক্ষীরা মাতা - পম্পা ঘোষ স্কুল - পাটকেলঘাটা আদর্শ বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
নাম - মেহেলী রোজ পিতা - মোঃ মাহতাবুল আলম প্রাং, পিও জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা মাতা - মোছাঃ রাবেয়া খাতুন স্কুল - মগবাজার ইস্পাহানি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - মাহিয়া চৌধুরী পিতা - মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী পিও দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা মাতা - ফাতেমা জোহরা স্কুল - ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	

তথ্যাদি		ছবি
নাম - শাফায়াত হোসেন পিতা - মোঃ আরশেদ আলী, এসও হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - সুলতানা রাজিয়া স্কুল - রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা		
নাম - মোসাঃ ফাহমিদা রহমান পিতা - মোঃ জোবায়দুর রহমান এসও এরিয়া অফিস, রাজশাহী মাতা - মোসাঃ মেজবাহুন নেসা স্কুল - বালাজান নেসা গার্লস হাই স্কুল, রাজশাহী		
নাম - রিচি রায়হান পিতা - মোঃ আবু রায়হান এসও বাগাতিপাড়া, নাটোর মাতা - মোছাঃ হাফিজা খাতুন স্কুল - জিগরী উচ্চ বিদ্যালয়, বাগাতিপাড়া, নাটোর		
নাম - মোসাঃ ফারজানা আক্তার পিতা - মোঃ গোলাম ফারুক, সাপোর্ট স্টাফ-২ শিল্পনগরী শাখা, রংপুর মাতা - মোছাঃ নার্গিস বেগম স্কুল - জানকী ধাপের হাট উচ্চ বিদ্যালয় সদর, রংপুর		
নাম - শিশির কুমার প্রান্ত পিতা - নির্মল কুমার শীল এওজি-১ লোকাল অফিস, ঢাকা মাতা - সাধনা রানী সরকার স্কুল - সামছুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা		

তথ্যাদি		ছবি
নাম - ফাহিম ফয়সাল অনুরাগ পিতা - মোঃ মাইনুল ইসলাম পিও এরিয়া অফিস, রাজশাহী মাতা - মোসাঃ সেলিমা আখতার স্কুল - রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী		
নাম - প্রিয়াংকা রায় পিতা - সুব্রত কুমার রায় এসও এরিয়া অফিস, নাটোর মাতা - শোভা রায় স্কুল - নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর		
নাম - কাজী খালিদ হোসেন মাতা - মোসাঃ খোদেজা খাতুন এসও এরিয়া অফিস, খুলনা পিতা - কাজী মিরাজ হোসেন স্কুল - খুলনা পাবলিক কলেজ, খুলনা		
নাম - আয়েশা আক্তার পিতা - মোঃ জসীম উদ্দিন, এওজি-২ (কেয়ারটেকার) রিকনসিলিয়েশন ডিপার্টমেন্ট প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - হাসিনা আক্তার স্কুল - এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা		

"আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও,
আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব।"

-নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

সিএলফ্রি শাখা

ভালুকা শাখা সিএলফ্রি করার নেপথ্যে

মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
ব্যবস্থাপক, ভালুকা শাখা

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ভালুকা শাখা, ময়মনসিংহের ভালুকা শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত একটি শাখা। ২০২১ সালে এই শাখার সিএল-এর পরিমাণ ছিল ৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা। ২৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমি শাখার খেলাপি ঋণের সমস্ত ডাটা নিয়ে বিশ্লেষণ করে শাখাটিকে সিএলফ্রি করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই।

প্রথমে শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রত্যেকের নামে আলাদা আলাদা সিএল আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অফিস অর্ডার করি। খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের এলাকাভিত্তিক ভাগ করে ঐ এলাকার ১৫/১৬ বছরের পুরোনো সকল ঋণখেলাপির সাথে যোগাযোগ করি। ঋণখেলাপিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতা কামনা করি। যারা বিভিন্ন কারণে অন্যত্র অবস্থান করছেন তাদের সংশ্লিষ্ট ঠিকানা, কর্মক্ষেত্রের তথ্য সংগ্রহ করে চিঠি লিখি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সশরীরে গিয়ে দেখা করি, তাদের পরিবর্তিত মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে মোবাইলে নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। সংশ্লিষ্ট এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষক, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, থানার অফিসার ইনচার্জ, ইউএনও মহোদয়সহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাননীয় সংসদ সদস্যের সহযোগিতা গ্রহণ করি।

মামলাকৃত খেলাপি সিসি (হাঃ) ঋণের অনারোপিত সুদ মওকুফের জন্য প্রধান কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করি। এতে অনারোপিত সুদের কিছু অংশ মওকুফ হয়। এভাবে ২০২২ সালে শ্রেণিকৃত ঋণ হতে নগদ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩.৮০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৬টি সিএল ঋণ হতে ৩৯,৬৬,৫৯০/-টাকা নগদ আদায় করি এবং অনারোপিত সুদ বাবদ আরও ৪,৫৩,৭১৫/-টাকা আদায় করি। এছাড়া ১২টি মেয়াদোত্তীর্ণ চাকরিজীবী ঋণ, ১০টি তদারকি ঋণ, ২টি নারী উদ্যোক্তা ঋণসহ ২৪টি মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ হতেও ১৪,৩২,১৯৯/- টাকা নগদ আদায় করি। ফলশ্রুতিতে, ২০২২ সালে প্রায় সকল সূচকে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ অর্জনসহ শাখাটি সিএলফ্রি হয়। শাখার প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর উদ্যম, এরিয়া ও ডিভিশনাল অফিসের নিয়মিত মনিটরিং এবং প্রধান কার্যালয়ের সময়োপযোগী দিকনির্দেশনায় সত্যিই আমরা যে কোনো কঠিন কাজকে সহজ করতে পারি।

রোমে ইতালির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে জনতা ব্যাংকের বৈঠক অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি রোমে ইতালির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সাথে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দলের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ইতালির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ইতালির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে জনতা ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি, এসআরএল, ইতালি-এর এজেন্সি অপারেশন চালুর বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি (জেইসি) এসআরএল, ইতালি-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরসের চেয়ারম্যান হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ, জেইসি পরিচালক জিওভানি ইম্বারগেমো, কমার্শিয়ালিষ্ট স্টেফানোসিরুচ্চি এবং মানিলন্ডারিং বিষয়ক কর্মকর্তা ডট স্টেলালিবার্তো বৈঠকে অংশ নেন।

জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এসআরএল, ইতালি-এর এজিএম

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা এক্সচেঞ্জ কোম্পানি এসআরএল-ইতালির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখ রোমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনতা ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ আল আমিন, জিওভানি ইম্বারগেমো এবং মোঃ মিজানুর রহমান এজিএম-এ অংশগ্রহণ করেন। সভায় ২০২২ সালের ব্যালান্সসিট অনুমোদনসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শাখা স্থানান্তর

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৩
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
১. গহিরা শাখা, চট্টগ্রাম সড়কের নাম : আদুদিয়া পৌরসভা : রাউজান ওয়ার্ড নং : ৩ মৌজা : গহিরা ডাকঘর : গহিরা থানা : রাউজান জেলা : চট্টগ্রাম ভবনের নাম : চৌধুরী মার্কেট, ২য় তলা	**১. গহিরা শাখা, চট্টগ্রাম** ইউনিয়ন : ৩ নং চিকদাইর ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড নং : ১, পৌরসভা : রাউজান সড়কের নাম : আদুদিয়া মৌজা : দক্ষিণ সর্ত্তা, ডাকঘর : গহিরা থানা : রাউজান, জেলা : চট্টগ্রাম ভবনের নাম : আলিফ মার্কেট (২য় তলা) ভবন মালিক : জনাব ওসমান গণি চৌধুরী স্থানান্তরের তারিখ : ১৯.০৩.২০২৩
২. আলমনগর শাখা, খুলনা হোল্ডিং নং : ১২ সড়কের নাম : বিআইডিসি রোড ওয়ার্ড নং : ১২, খুলনা সিটি কর্পোরেশন মৌজা : গোয়ালপাড়া ডাকঘর : খুলনা জিপিও থানা : খালিশপুর, জেলা : খুলনা ভবনের নাম : ঝর্ণা সুপার মার্কেট (২য় তলা)	**২. আলমনগর শাখা, খুলনা** হোল্ডিং নং : ১০, সাউথ ব্লক সড়কের নাম : বিআইডিসি রোড ওয়ার্ড নং : ১২, খুলনা সিটি কর্পোরেশন মৌজা : গোয়ালপাড়া, ডাকঘর : খুলনা জিপিও থানা : খালিশপুর, জেলা : খুলনা ভবনের নাম : লাকি হোরায়রা প্যালেস (২য় তলা) স্থানান্তরের তারিখ : ১৯.০৩.২০২৩
৩. চড়াইখোলা শাখা, নীলফামারী গ্রাম/এলাকা : টেক্সটাইল বাজার, দারোয়ানী মৌজা : দারোয়ানী ইউনিয়ন : ১৩ নং চড়াইখোলা ডাকঘর : দারোয়ানী সুতাকল থানা : নীলফামারী, জেলা : নীলফামারী ভবন : ১ম তলা ভবন মালিক : হারুন-অর-রশিদ	**৩. চড়াইখোলা শাখা, নীলফামারী** গ্রাম/এলাকা : টেক্সটাইল বাজার, দারোয়ানী মৌজা : দারোয়ানী ইউনিয়ন : ১৩ নং চড়াইখোলা ডাকঘর : দারোয়ানী সুতাকল থানা : নীলফামারী, জেলা : নীলফামারী ভবন : ২য় তলা ভবন মালিক : হারুন-অর-রশিদ স্থানান্তরের তারিখ : ১৮.০১.২০২৩
৪. কোটালীপাড়া শাখা, গোপালগঞ্জ ওয়ার্ড নম্বর- ০৯ মৌজা : ঘাঘর সিটি কর্পোরেশন : কোটালীপাড়া পৌরসভা ডাকঘর : কোটালীপাড়া থানা : কোটালীপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ ভবনের নাম : নিউ মার্কেট (২য় তলা)	**৪. কোটালীপাড়া শাখা, গোপালগঞ্জ** ওয়ার্ড নম্বর : ০৮ সিটি কর্পোরেশন : কোটালীপাড়া পৌরসভা থানা : কোটালীপাড়া জেলা : গোপালগঞ্জ। ভবনের নাম : পৌর কিচেন মার্কেট (২য় তলা) ভবন মালিক : কোটালীপাড়া পৌরসভা স্থানান্তরের তারিখ : ০৫.০৩.২০২৩
৫. সাহেরখালী শাখা, চট্টগ্রাম গ্রাম/এলাকা : সাহেরখালী মৌজা : সাহেরখালী ইউনিয়ন : সাহেরখালী থানা : মীরসরাই জেলা : চট্টগ্রাম ভবনের নাম : ভূঁইয়া সুপার মার্কেট	**৫. সাহেরখালী শাখা, চট্টগ্রাম** গ্রাম/এলাকা : সাহেরখালী মৌজা : সাহেরখালী ইউনিয়ন : সাহেরখালী থানা : মীরসরাই, জেলা : চট্টগ্রাম। ভবনের নাম : বাদশা সওদাগর টাওয়ার স্থানান্তরের তারিখ : ১৯.০২.২০২৩
৬. হোমনা শাখা, কুমিল্লা ওয়ার্ড নং : ৪ পৌরসভা : হোমনা পৌরসভা থানা : হোমনা জেলা : কুমিল্লা ভবনের নাম : ভান্ডারী ভবন	**৬. হোমনা শাখা, কুমিল্লা** সড়কের নাম : থানা রোড ওয়ার্ড নং : ৪ পৌরসভা : হোমনা পৌরসভা থানা : হোমনা, জেলা : কুমিল্লা ভবনের নাম : শিবালয় মার্কেট স্থানান্তরের তারিখ : ২০.০২.২০২৩

চলে গেলেন যারা

জানুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৩ : *পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে*

নাম ও পদবী : শাহিনুর বেগম, সাপোর্ট স্টাফ ক্যাটাগরি-২
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.২০১৪
মৃত্যু তারিখ : ১৬.০১.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : থানাপাড়া শাখা, পটুয়াখালী

নাম ও পদবী : মাহবুবুল আলম, পিও
যোগদান তারিখ : ২৮.০৬.২০১০
মৃত্যু তারিখ : ২৭.০২.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : ড্রাই ডক শাখা, চট্টগ্রাম

নাম ও পদবী : মুক্তার হোসেন মোল্লা, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৭
মৃত্যু তারিখ : ৩১.০১.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : ঝালকাঠি শাখা, ঝালকাঠি

নাম ও পদবী : মোঃ রুহুল আমিন মজুমদার, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৭
মৃত্যু তারিখ : ৩১.০৩.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : চৌদ্দগ্রাম শাখা, কুমিল্লা

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংকের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদের নেতৃত্বে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের পরিচালক অজিত কুমার পাল এফসিএ, কে. এম. সামছুল আলম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল মজিদ, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ, পরিচালনা পর্ষদের পর্যবেক্ষক পরিমল চন্দ্র চক্রবর্তী, ডিএমডি ও মহাব্যবস্থাপক ছাড়াও সিবিএসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্ত: ই-জনতা

ব্যাংকিং লেনেদেন এবার গ্রাহকের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। বিশ্বমানের ইন্টারনেটভিত্তিক কোর ব্যাংকিংয়ের সুবিধা নিয়ে জনতা ব্যাংক চালু করেছে মোবাইল অ্যাপ ই-জনতা। এ বছরের ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখ থেকে চালু হওয়া এই অ্যাপটি সেবাসহজিকরণের মাধ্যমে ইতোমধ্যে গ্রাহকসন্তুষ্টি অর্জন করেছে।

অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনে গুগল প্লে-স্টোর থেকে ই-জনতা ডাউনলোড করার পর অ্যাপটি চালুর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে ইউজার ভেরিফাই করাসহ ৫টি ধাপে নিবন্ধন প্রক্রিয়া শেষে তা ব্যবহারের উপযোগী হয়। নিবন্ধনের জন্য ১৩ সংখ্যার অ্যাকাউন্ট নম্বর, জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর, অ্যাকাউন্টে ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি এবং আনুষঙ্গিক তথ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হয়। জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে অ্যাপের মাধ্যমে তোলা ব্যক্তির ছবির মিল পাওয়া গেলে অ্যাপটি ব্যবহারের পরবর্তী ধাপের অনুমোদন পায়। পরে গ্রাহক ৬ সংখ্যার গোপন পিন নম্বর সংযুক্ত করে অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন।

ই-জনতার মাধ্যমে গ্রাহক ঘরে বসে নিজ অ্যাকাউন্টের টাকা জনতা ব্যাংক বা দেশের যেকোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রেরণ করতে পারেন। যেকোনো ব্যাংকের লোনের কিস্তি পরিশোধ বা মাসিক সঞ্চয়ী স্কিমের কিস্তি প্রদানসহ ক্রেডিট কার্ডের বিলও প্রদান করা যায়। এ ছাড়া ফাইন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম ব্যবহার করে বিকাশ ওয়ালেটে অ্যাড মানির সুবিধা এবং চেক বই ছাড়া শুধু কিউআর কোড স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে টাকা উত্তোলনের সুবিধাও দ্রুত চালু হবে। কিউআর কোড যুক্ত হলে গ্রাহক সহজে কেনাকাটা ও বিল পরিশোধ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যাংকিং সেবা দ্রুততর, নিরাপদ ও সহজ করার জন্য ই-জনতা একটি বিশেষ উদ্যোগ। গ্রাহকসন্তুষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেশ ও জনগণের পাশে থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছে জনতা ব্যাংক লিমিটেড। জনতা ব্যাংকের অব্যাহত এগিয়ে চলা সফল হোক।

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com, jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জে. এম. প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, কে ওয়াই প্লাজা (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ই-মেইল: jmprinters14@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ